R. N. No. 2532/57   Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483   P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ইত্যাদি যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩০ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৪১৩ সাল।
১২ই ডিসেম্বর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

রাজনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আবার রোগী ভর্তি চালু হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ প্রায় পনের বছর বাদে গত ১৫ নভেম্বর '০৬ থেকে আবার রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাজনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী ভর্তি শুরু হলো। উল্লেখ্য এর আগে এখানে দশ বেডের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নানা ধরনের রোগের চিকিৎসা, অপারেশন, গর্ভবতী মায়েদের প্রসব করানো সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল। এরপর কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও গ্রামবাসীদের অসহযোগিতায় স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। রোগী ভর্তি বন্ধ হয়ে যায়। ষ্টাফেরা কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে শহরে এসে বাস করতে শুরু করেন। এই সুযোগে আশপাশের লোকজন ফাঁকা কোয়ার্টারগুলো জবর-দখল করে নেয়। এই পরিস্থিতিতে নিযুক্ত দু'জন ডাক্তার, একজন ফার্মাসিস্ট, চারজন নার্সিং স্টাফ, চারজন জি ডি এ এবং দু'জন সুইপার দায়সারা গোছের স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু করেন। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের তৎপরতায় এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের সহযোগিতায় রাজনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হঠাৎ এই (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে নাগরিক সচেতনতা উন্নয়ন কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নত নাগরিক চেতনার মাধ্যমে ড্রাফ্‌ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ডি ডি পি) নিশ্চিত করণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে গত ৭ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠানে পঃ বঃ সরকারের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর এন কে প্রধান বলেন, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নয়, প্রকল্প কিভাবে করা হবে তারই কর্মশালা এটি। ৮৫টি পুরসভায় এই কর্মশালা হচ্ছে। পুর আইনের ৭৪ তম সংশোধনীতে ও ২৯৩ ধারায় বলা হয়েছে—জেলা প্ল্যানিং কমিটি নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্বশাসিত সংস্থা এই ত্রিস্তর উন্নয়নের রূপকারের ভূমিকা গ্রহণ করবে। সেখানে নাগরিক সচেতনতায় মূল কথা। নাগরিকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আগামী দিনের পুরসভা পরিচালনার পরিচায়ক হবে। নাগরিক সনদ অর্থে সচেতন ওয়ার্ডভিত্তিক নাগরিক কমিটি গঠন। নাগরিক সচেতনতা ও নাগরিকের কি কি করা উচিৎ তা প্রোজেক্টারের মাধ্যমে ছোট পর্দায় জনগণকে অবগত করা হয়। নাগরিক সনদের মধ্য দিয়ে পুরসভাকে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ ও দায়বদ্ধতার মধ্যে (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সে রোগী পরিবহন হয় না

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সে দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে কোন রোগী পরিবহন করা হয়নি। লগবুকই তার প্রমাণ দেবে। অথচ জেলার অন্যান্য মহকুমার মত এ্যাম্বুলেন্স খাতে নির্দিষ্ট একটা টাকা প্রতি বছরই মঞ্জুর হচ্ছে। এখানকার এ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে কর্মীদের প্রায় ব্যাংক, ট্রেজারী বা ব্লাড ব্যাংকের কাজে ঘুরতে দেখা যায়। অথচ জেলার অন্যান্য মহকুমায় যথারীতি এ্যাম্বুলেন্সে রোগী পরিবহন ব্যবস্থা চালু আছে।

বামফ্রন্টের গণকনভেনসন

অসিত রায় : জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিকাশী ও সেচের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের উদ্যোগে এক গণকনভেনসন হয়ে গেল স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে গত ৮ ডিসেম্বর '০৬। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন ও জানে আলম মিঞা, সি পি এমের জেলা সম্পাদক নৃপেন চৌধুরী, প্রমথেশ মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিধ্বংসী বন্যার হাত থেকে মুক্তির জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করে ভূ-প্রাকৃতিক সমীক্ষার ব্যবস্থা। এর প্রয়োজনে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ব্যবস্থা, জঙ্গিপুরে র সেচের সম্প্রচারের কার্য্যকরী ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও ভাঙ্গনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

কর্মীর দুর্ব্যবহারে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধার্তে এখানে কমিউনিটি সেন্টারে শিশুদের বি সি জি, ডিপিটি, পোলিও ড্রপ ইত্যাদি খাওয়ানোর ব্যবস্থা চালু আছে। বর্তমানে অভিভাবকদের অভিযোগ, এক মাসের শিশুকে প্রতিষেধকের জন্য কমিউনিটি সেন্টারে নিয়ে গেলে সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী স্বর্ণময়ী রহমান তাদের সঙ্গে অযথা দুর্ব্যবহার করেন। একজন অভিযোগ করেন—১২ নভেম্বর '০৬ তার শিশুকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৮১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৪১৩ সাল।

॥ চুরি ও কেপমারী ॥

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে পুলিশের প্রশাসনিক শৈথিল্য, কর্ম-নিষ্ক্রিয়তা এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে শান্তিতে দিন গুজরান সমস্যাপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। প্রাক্ স্বাধীন ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা যথেষ্ট সুদৃঢ় ছিল। রাজ্যে চুরি-ডাকাতি ছিল না, এমন নহে। কিন্তু পুলিশ প্রহরার তৎপরতা ছিল। চুরি-ডাকাতির কিনারা হইত। রাত্রিতে পুলিশ টহল দিত। গভীর রাত্রে টহলদার পুলিশের হুইসল্ বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শুনা যাইত। চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি ঘটনায় অকুস্থলে পুলিশের উপস্থিতি বিলম্বিত হইত না। ফলে পুলিশের প্রতি মানুষের একটা শ্রদ্ধাবোধ ও অকপট বিশ্বাস ছিল। সর্বোপরি কথা এই যে, তখন শান্তি বিঘ্নিত হইলে পুলিশ-প্রশাসনের যথেষ্ট তৎপরতা দেখা যাইত। কিন্তু এখন অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে প্রতিকার-ব্যবস্থায় যেন ঢিলাঢালা ভাব দেখা যায়। অবশ্য সর্বত্র যে একই চিত্র, তাহা বলা যায় না। পুলিশ-প্রশাসনে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ যখন হইতে ঘটিয়াছে, তখন হইতেই বিপদ বাড়িয়াছে।

এই শহরে সম্প্রতি চুরি ও কেপমারী যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। এই মাসেই শহরের কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। অপরদিকে কেপমারীও জনজীবন বিপর্যস্ত করিতেছে। মাটিতে সামান্য টাকা ছিটাইয়া দিয়া ‘আপনার টাকা পড়ে গিয়েছে’ বলিয়া মানুষকে বিচলিত করিয়া কাউন্টার হইতে টাকার বান্ডিল লইয়া উধাও হইতেছে বা ব্যাংক হইতে টাকা তোলা হইল, বাহিরে আসিয়া দেখা গেল, সাইকেলের পিছনের চাকায় সুতা এমনভাবে জড়ান যে, চাকা ঘুরিতেছে না। আরোহী বাধ্য হইয়া সুতা ছাড়াইতে থাকিলে তাঁহার টাকাসহ ব্যাগ উধাও হইয়া যায়।

এই সব চুরি, ছিনতাই প্রভৃতির কুলকিনারা হইতেছে না। পুলিশের কর্তব্য সম্পাদনে যদি দৃঢ়তা থাকিত, তবে এত দুশ্চিন্তার বিষয় হইত না। কিন্তু

শ্যামা সঙ্গীত

শীলভদ্র সান্যাল

(১)

বলু মা তারা, দাড়াই কোথা!
কোথাও পেলে ছল বা ছুতো
ঘরে-বাইরে মারে মা গুঁতো
আহূত বা অনাহূত
দেখায় সবাই তার ক্ষমতা।
কাজের সময় সবাই কাজী
কাজ ফুরালে হয় যে পাজি
ঠেলার নামটি হয় বাবাজি
এই তো দেখি যথা-তথা।
দেখব কত ভবের খেলা
পাইনা খেতে দু'টি বেলা
বেটা কিন্তু বউয়ের বেলা
দেখায় কত আদিখ্যেতা।
যারে মাগো আপন ভাবি
ভাবের ঘরে দেয় সে চাবি
দিনে-রাতে খাচ্ছি খাবি
বলব কী আর দুখের কথা
বলু মা তারা, দাঁড়াই কোথা!

(২)

আমার সাধ না মিটিল
আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা!
জামাই-এর সাধ
মিটাতে গিয়ে মা
ব্যাংক-ব্যালান্স কিছু নাই মা!
মনে ছিল সাধ
তুলিব প্রাসাদ
সল্টলেকে সাত কাঠায় মা!
ধরিতে জামাই
কী বা কব হায়,
দিনু সে আশায় ছাই মা!
পরিবার মোর
পরমাদ ঘোর
শুধু বলে চাই চাই মা!
আমার সাধ না মিটিল ......

(৩)

দোষ কারও নয় গো মা—
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা
ভেবেছিনু চিতে
এবার ভোটে জিতে
মন্ত্রীর গদিতে
পারিব বসিতে।
তিন পুরুষ যাতে খাই মা!
ওভার কনফিডেন্সে
ল্যাকিং অব্ সেন্সে
মালিশ, এসেন্সে
সমঝোতা করি নাই মা!
ভোটের ধামাকা
ছড়াইয়া টাকা
পেনু কিছু ফাঁকা
বুলি তেলে মাথা
দেউলিয়া আজ হায় মা!
দোষ কারও নয় গো মা ......

(৪)

চাইনা মাগো ‘নেতা’ হ'তে
নেতা হবার সাধ নাই মাগো
দু'বেলা যেন পাই মা খেতে।
নেতা হবার বহুত জ্বালা
মঞ্চে নিতে হয় যে মালা
তারপর লেকচারের পালা
বলতে হয় যা নয় মা।
ভোট ব্যাংক মা রাখতে অটুট
প্রয়োজনে হওয়া চাই কূট
যদি বা কেউ হয় দলছুট
পিছে থাকে সেই ভয় মা।
আপন গদি পোক্ত রাখিতে
বেয়াড়া ডাল হয় যে কাটিতে
কুশ্রী কুটিল এ রাজনীতিতে
কিছু নয় নিশ্চয় মা!
তার চেয়ে মাগো এই ভাল আছি
আরশোলা, ছার, লয়ে মশা-মাছি
দু'টি শাকান্নে কোনও মতে বাঁচি
যদি দিস্ বরাভয় মা!
চাইনা মাগো ‘নেতা’ হ'তে......

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শহরের জনবহুল এলাকায় চুরি—পুলিশ নিষ্ক্রিয় প্রসঙ্গে

গত ৬ ডিসেম্বর '০৬ এর জঙ্গিপুর সংবাদ এ শহরে ব্যাপক চুরি—পুলিশ একটারও কিনারা করতে পারেনি সংবাদ পড়ে আমরা রীতিমত চিন্তিত। বর্ডার এলাকার থানার এই উন্নতির নমুনা! থানার নাকের ডগায় এক দর্জির দোকানের তালা ভেঙে সবকিছু লুটে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা, আর পুলিশ তদন্ত করতে এসে ক্ষতিগ্রস্ত দর্জিকেই পাল্টা প্রশ্ন করে— ‘আপনার দোকানে কেন চুরি হয়?’ আমরা কোথায় বাস করছি। রঘুনাথগঞ্জ থানার মধ্যমণি আই সি শুভেন্দু ব্যানার্জীর ভূমিকাও রহস্যজনক। শহরের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আগের মতো রাতে পুলিশ পেট্রোলিং এর নিয়ম চালু করতে পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবী করছি।

নিরোজ অধিকারী, রঘুনাথগঞ্জ

এখানকার নয়া কর্মসংস্কৃতির ভোটোত্তর জোয়ার জনসাধারণকে ভাবাইয়া তুলিতেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ দপ্তর রহিয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই মানুষের নিরাপত্তার কথা ভাবিবেন।

Murshidabad College of Engineering & Technology

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotation is invited in the bonafide and resourceful manufacturer/contractors/suppliers for supply of the following building materials as will be required for the construction of New Five Storied Building of Murshidabad College of Engineering & Technology at Berhampore, Mouza Banjetia, P. O. Cossimbazar Raj, Dist. Murshidabad. Rates should be quoted in both figure and wards clearly. The quotation should be submitted in Sealed Cover addressed to the Chairman, Murshidabad College of Engineering & Technology, M. C. E. T. Campus, Berhampore, P. O. Cossimbazar Raj, Dist. Murshidabad. Last date and time of the quotation on 13th December, 2006 upto 1-00 P. M. and will be opened on the same day at 3-00 P. M. in presence of the quotationers.

The authority may accept or reject any quotation or part thereof without assigning any reason whatsoever.

Sl. No.	Description of the Items	Unit	Rate
1.	Supply of 1st Class true well kiln burn bricks, soundhard true to shape and of standard dimention as per approval of Engineer-in-charge. +Picked Jhama Bricks.	Per 1000 pcs	
2.	Supply of Pakur Stone Chips of hard variety properly graded. This should be uniform clean and fine texture, also free from weather faced, dust and any organic or any foreign material as per approval of Engineer-in-charge.		
	a) 1/2" per 100 cft		Rate :
	b) 5/8" do		,,
	c) 1/4" do		,,
	d) 3/4" do		,,
	e) Rejection do		,,
	f) Stone Metal 32 MM down graded		
3.	Supply of Coarse and coarse to medium coarse sand clean sharp & free from clay organic or any other foreign materials as approved by the Engineer-in-charge.	Per 100 cft.	Rate :

The above rate is inclusive of all taxes including delivery at the site.

02/12/06

Rabindranath Majumder, Chairman
Murshidabad College of Engineering &
Technology, Berhampore.

Copy forwarded for information to :

1, Shri K. C. Ghosh, Assistant Engineer, M. Z. P., Berhampore.
2. Shri Sukriti Das, Asstt. Engineer (Retd.), M. Z. P.
3. Shri Biswajit Dalal, S. A. E. (Civil), M. C. E. T.
4. Shri R. C. Bag, Accountant, M. C. E. T.

Chairman,
Murshidabad College of Engineering & Technology, Berhampore

Memo No. 558/4/1-4/06 Dated 2-12-06

স্কুল নির্বাচনে আবার সি পি এম জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে গত ৩ ডিসেম্বর ম্যানেজিং কমিটির ভোটে সি পি এম ৬টি আসনেই কংগ্রেসকে পরাজিত করে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সিপিএমের দখলেই আছে।

স্কুল নির্বাচনে আবার আগের ফলাফল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের খামড়া ভাবকী উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ৩ ডিসেম্বর স্কুল ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন শেষ হয়। কংগ্রেস, সি পি এম, আর এস পি ও বিজেপির মোট ১৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেসের ৪ জন ও সিপিএমের ২ জন জয়ী হন। সর্বোচ্চ ভোট পান কংগ্রেসের ইসলাম সেখ। গত নির্বাচনেও একই ফল হয়েছিল বলে খবর।

কান্তনগর হাই স্কুলে সি পি এম জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের কান্তনগর হাই স্কুলে গত ৩ ডিসেম্বর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে সরাসরি লড়াই হয়। ৬টি আসনেই সি পি এম প্রার্থীরা জয়ী হন। এর আগেও ম্যানেজিং কমিটি সি পি এমের দখলে ছিল বলে খবর।

গ্রাম-বাংলায় টেলিফোনে কথা বলে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যে সব এলাকায় কেবল বসেনি সেই সব প্রত্যন্ত এলাকায় বিনা তারে ওয়ারলেস লোকাল লুপ (ডব্লিউ, এল, এল) ফোন চালু হয় বছর পাঁচেক আগে। গত ১৩ নভেম্বর '০৬ থেকে হঠাৎ ঐ সব ফোন অচল হয়ে গেছে। সুতী-১ ব্লকের লবণচোয়া গ্রামের জনৈক গ্রাহক সাধন দাস জানান, 'আমাদের কোড নম্বর ০৩৪৮২ অর্থাৎ বহরমপুর। ওখানে ফোন অচল হয়ে যাবার কারণ জানতে চাইলে বহরমপুর টেলি দপ্তর রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলছে। অথচ রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওরা কোন গা করছে না। এ এক অসহনীয় অবস্থা।'

দীপ ২০০৬ ঃ জঙ্গিপুর মহাবীর সংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মদিন স্মরণে জঙ্গিপুর মহাবীর সংঘের ২৭ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ৩ থেকে ১৭ ডিসেম্বর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রভাতফেরী ও পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ঐদিন বিকেলে ভাগীরথী বক্ষে ত্রিমোহিনী ঘাট থেকে সরস্বতী লাইব্রেরী পর্যন্ত ৬ কিমি নৌকা প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ১৩ জন মাঝি অংশ নেন। প্রথম হন প্রদীপ হালদার। সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর শহর পরিক্রমায় ক্লাব সদস্যদের মশাল দৌড় ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। বাকী দিনগুলোতে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমতি কর্তা-গিন্নী, খাই খাই ও বুগি বুগি ড্যান্স-এর মত উত্তেজনায় ভরপুর নানা অনুষ্ঠান। সেই সাথে রয়েছে শিশুদের রোডমার্চ, ড্রীল এর মত স্পোর্টসম্যানসুলভ প্রতিযোগিতার আয়োজন। সমাপ্তি দিবসের সন্ধ্যেয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সাথে বিনোদনের জন্য থাকবে সাংস্কৃতিক ও মিউজিক্যাল ট্রুপ-এর হৈ চৈ আর আনন্দের খোরাক। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দেন ক্লাব কর্মকর্তা দেবব্রত সাহা।

এক দিনের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা আর, ওয়াই, এফ-এর উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর '০৬ শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে এক রক্তদান শিবিরে ৪৯ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আর, ওয়াই, এফ-এর জেলা সম্পাদক অঞ্জনাভ দত্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পি, এম, কে গান্ধী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঐ সংস্থার জেলা সভাপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, আর, এস, পি, লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রদীপ নন্দী, দুই বিধায়ক জানে আলম মিঞা ও আবুল হাসনাৎ, আর, ওয়াই, এফ-এর লোকাল কমিটির সভাপতি শারফুল আলম খান প্রমুখ। সুষ্ঠুভাবে এই শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার লোকাল কমিটির সম্পাদক সত্যবান রবিদাসসহ দলের বেশ কয়েকজন কর্মী।

বামফ্রন্টের গণকনভেনসন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযথ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসনের বিষয়টি জাতীয় সমস্যা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কার্য্যকরী কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ রূপদানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যই বামফ্রন্টের এই গণকনভেনসন। আট দফা দাবীর ভিত্তিতে আগামী দিনে ব্যাপক প্রচার, জনসমাবেশ ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে সমস্ত স্তরের জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়।

কাজের লোক চাই প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য

হায়ার সেকেন্ডারী, বি-এসসি এবং বি-কম পাস, সাইকেল ও মোটর সাইকেলে রপ্ত তিনজন কাজের লোক প্রয়োজন। কমপিউটার জানা প্রার্থী বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অনুর্দ্ধ ৩০।

যোগাযোগ— মোবাইল ঃ ৯৪৩৪০০০৬৪৭

উন্নয়ন কর্মশালা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আনতে হবে। নাগরিকদের সঠিক সময়ে পৌরকর প্রদান করা। পুরকর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা তাদের দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বোর্ড অব কাউন্সিলারগণের সঙ্গে নাগরিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিশ্বাস-যোগ্যতার পরিবেশ গড়ে তোলা। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা রূপায়ণে নাগরিক মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। পরিষেবায় স্বচ্ছতা এনে পুরসভার নাগরিকদের আস্থাশীল করে তোলা। নাগরিকদের সন্তুষ্টি বিধানে সর্বদা সতর্ক থাকা। সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, বর্জ পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। পিছিয়ে পড়া বস্তি এলাকায় অগ্রাধিকার প্রদান করা। কর্মসংস্থান ও আর্থিক সঙ্গতি বাড়াবার জন্য স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, তাদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা করে উৎসাহ দেওয়া। কাউন্সিলার সি. ডি. এস/এন, এইচ, সি/নাগরিক ও পুরকর্মচারীদের মধ্যে সদ্ভাবসাধন এবং বন্ধুত্বমূলক অবস্থান গড়ে তোলা। তার জন্য বিধিবদ্ধভাবে বিভিন্ন স্তরে কমিটি ও গ্রুপ গঠন। এই সব সর্তের মাধ্যমে পুর পরিষেবা প্রদান ও প্রশাসনিক সংস্কার হতে পারে। পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, একজন বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে নিয়ম না মানায় অন্যের বাড়ীর অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য দরকার কাউন্সিলার, নাগরিক ও স্টাফদের দায়বদ্ধতা। বিষয়টা সবাই যদি মনযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে কাজের গাফিলতি হয়না বা জটিলতা বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন নাগরিক দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। কে. ইউ. এস. পি. এবং কে. এম. ডি, এলাকা তৈরী করা হয়েছে বিট্রিশ আর্থিক সহায়তায়। প্রতিটি পুরসভায় 'শহর রূপকার' পদে একজন দক্ষ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নাগরিক উন্নয়নের কাজে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। সমস্ত কাজই জনগণের কাজ। অতএব তাঁদের সুচিন্তিত মতামত, উপদেশ ও সহযোগিতা আবশ্যক। আগামী দিনের নাগরিক সচেতন পরিচালনমুখীতার ওপর উন্নয়ন নির্ভরশীল।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত (১ম পৃষ্ঠার পর)

পোলিও ড্রপ খাওয়ানো সত্বেও ১৭ নভেম্বর '০৬ বিসিজি, ডিপিটি ইনজেকসন দেওয়ার জন্য কমিউনিটি সেন্টারে নিয়ে গেলে উক্ত কর্মী পুনরায় পোলিও ড্রপ খাওয়াতে যান। পাঁচ দিনের মাথায় পুনরায় পোলিও ড্রপ খাওয়ানো যাবে কিনা জানতে চাইলে তিনি আমার সঙ্গে রীতিমত দুর্ব্যবহার করেন। এর ফলে অনেকেই ওখানে শিশুদের নিয়ে যাচ্ছেন না বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, টিবি রোগাক্রান্ত বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার থেকে যে ষ্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ইনজেকশন দেয়া হয় সেখানে পাউডার গোলতে অস্বাভাবিক সময় নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ওষুধের বৈধতা নিয়েও রোগীর মধ্যে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারেও তদন্ত প্রয়োজন।

রোগী ভর্তি চালু হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তন বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, সুতী ২ ব্লকের মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিও বহুদিন বন্ধ থাকার পর গত সেপ্টেম্বর '০৬ চালু হয়েছে। সেখানে নিয়মিত ১৫/২০ জন রোগী ভর্তিও থাকছেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।